FEB. 1 3 2001
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... 8 · কলাম ... 3......

ভোরের কাগজ

বই খেলাপি কি আদৌ উদ্বিগ্ন

শান্তনু মজুমদার

'বই খেলাপি'র শিরোপা জয়ে উন্মুখ প্রতিষ্ঠানটি এসব অভিযোগে আদৌ উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে না। বরং তারা বলছে এ সব খবরই অসত্য, মনগড়া ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অবশ্য তাদের শংকিত হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। আরেকটি বিষয়, সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে এতো বড়ো টেন্ডার দেওয়ার অপরাধে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কোনো শাস্তি হবে কিনা এ বিষয়ক কোনো তথ্য এখনো কেউ জানে না।

প্রতিষ্ঠানটির দম্ভের মুকুটে আরো একটি পালক যুক্ত হচ্ছে। না, বরং বলা ভালো আরো একটি পালক যুক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা প্রমাণ করতে সফল হয়েছে, এ দেশে তাদের 'মোদের যা খুশি তাই করি' প্রক্রিয়ায় বাধা দিতে পারে এমন কেউ নেই। না সরকার, না রাষ্ট্র, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মিডিয়া, হালের সিভিল সোসাইটি— কেউ না। এবং আশ্চর্য বিষয় এই যে, 'আমরা সব পারি এবং করি' বিষয়ক প্রজেক্টের ক্ষমতা কিভাবে অর্জিত হলো তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন না। অথবা বুঝলেও দ্বন্দ্বে পড়েন। অসাধারণ যারা তারা নিশ্চয় পারেন। কিন্তু বুঝলেইবা কি? তারা বড়ো চুপচাপ থাকেন। স্পিকটি নট। বাংলাদেশের সমাজের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো যে বা যারা সমস্যা বাধাচ্ছে তাদের এখন স্পষ্ট করে চিহ্নিত করে দেওয়া দরকার ঠিক সে জায়গাগুলোতে জ্ঞানী সমাজ, সুধী সমাজ বিমূর্ত বাক্যমালা ব্যবহার করেন। যেমন, বুড়িগঙ্গাকে অবৈধ দখল থেকে বাঁচাতে হবে। ভালো। কিন্তু বলা হচ্ছে না বুড়িগঙ্গা নামক নদীটির অবৈধ দখলের চ্যাম্পিয়ন কোন ব্যক্তিটি। তথ্য প্রবাহের এ যুগে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা কি যায় না? তবে প্রিন্টিং মিডিয়া এসব বিষয়ে অনেক সাহসী, কখনো কখনো ইলেকট্রনিক মিডিয়াও। কিন্তু কে জানে কেন জ্ঞানীরা, বুদ্ধিজীবীরা নির্দিষ্ট করে দোষী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নামগুলো ধরে বলেন না। লেখেন না। সে রকম হলে সাধারণ মানুষ একটু সাহস পেতো। কারণ পাবলিকের ঘাড়ে মাথাতো একটাই।

ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে। লেখাটা শুরু হয়েছিল এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব (!) আলোচনা করার জন্য যারা ইতিমধ্যেই এই গরিব দেশের বিভিন্ন সেক্টরকে সদম্ভে নক আউট করতে সক্ষম হয়েছে। শ্রেষ্ঠ ঋণখেলাপির শিরোপা দীর্ঘদিন তাদের দখলে। এবং নিশ্চিত যে তারা না চাইলে ঋণ আদায়কারী সংস্থার সাধ্য নেই হাজার হাজার কোটি টাকা আদায় করে। মজার ব্যাপার, ঋণ আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যক্তিকে পাওনা টাকা চাওয়ার অপরাধে খেলাপি প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার দুই ভাইয়ের কাছে ভীষণ ধমক খেতে হয়েছে। বোকা জনগণ ভেবেছিল, এইবার ধরা। যাকে তাকে নয় একেবারে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে ধমক! আসলে কিসের কি? বিরোধী দলও বিষয়টা নিয়ে কথাবার্তা বলে না। এসব বিষয় নজর করলে রাজনৈতিক অঙ্গনেও তাদের ক্ষমতার ব্যাপ্তি কিছুটা বোঝা যায়।

যাহোক এগুলো হচ্ছে অতীত অথবা সাম্প্রতিক অতীতের সাফল্য (কেউ চাইলে ধৃষ্টতা অথবা ক্ষমাহীন অপরাধ বলতে পারেন)। এবারে তারা আরো স্পেশালাইজড পদ্ধতিতে অগ্রসর হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই ঋণখেলাপি শিরোপা ধরে থেকে হয়তো প্রতিষ্ঠানটি একঘেয়েমিতে ভুগছিল অথবা মনে করছিল অন্যান্য ইভেন্টেও যে তারা সবচেয়ে প্রতিভাবান সে স্বীকৃতি জাতির কাছ থেকে আদায় করা প্রয়োজন। এবারে তারা মানুষের পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজনের পাঁচ নম্বর আইটেমটি টার্গেট করেছে। শিক্ষা খাত। শিক্ষা খাতকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে অপরাজেয় চ্যাম্পিয়নের শিরোপা তাদের চাই। অসম্ভব আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান এ প্রতিষ্ঠানটি কোনো ধরনের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই 'শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস' বিষয়ক প্রতিযোগিতার শিরোপা দখল করে নিচ্ছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের চক্রান্ত নতুন কোনো বিষয় নয়। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে দূরে সরানো, দেশজ চেতনার সঙ্গে অসংলগ্ন বিষয়াবলীর সন্নিবেশন, ইতিহাসের বিকৃতি-বিস্তৃতি ঘটানো, ছাত্র রাজনীতির নামে মাস্তানতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকতার আবডালে দলীয় রাজনীতি চর্চা— এ রকম অনেক বিষয় শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করায় অবদান রাখছে। এতোকিছুর পর এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করতে হলে চাই নতুন কিছু। সম্পূর্ণ নতুন টেকনিক। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি উদ্ভাবনী ক্ষমতার জোরে সে টেকনিক আবিষ্কারে সফল হয়েছে। তারা শুরুতে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের টেক্সট বুক বোর্ডের বই ছাপানোর দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। দায়িত্ব নেওয়ার পরের ঘটনা সকলে অবগত। অধিকাংশ সংবাদপত্র প্রতিদিনই অরাজকতার খবর কম-বেশি প্রকাশ করছে। খবরগুলোর সার সংক্ষেপ এভাবে করা যেতে পারে— ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহেও শিক্ষার্থীরা সব বই পায়নি। কবে নাগাদ সবগুলো বই পাওয়া যাবে তা বলা যাচ্ছে না। কিছু কিছু বই পাওয়া গেলেও বই বণিকরা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বেশি দামে বিক্রি করছে। অথবা বাধ্যতামূলকভাবে অভিভাবকদের নোট বই কিনতে বাধ্য করছে। নীলক্ষেতে কাপড়ের দোকানদার (স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে), স্টেশনারি দোকানদার বই বিক্রির এজেন্সি জোগাড় করে বেশি দামে বই বেচে চলছে। অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ ও হতাশ। কোনো কোনো স্কুলের শিক্ষকরা কি পড়াবেন বুঝতে না পেরে অংক শেখাচ্ছেন, ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন (কারণ সরকার স্কুলগুলো বন্ধ ঘোষণা করেননি)। প্রাথমিক স্তরে ৫ কোটি ৬২ লাখ (পরে কমানো হয়েছে) এবং মাধ্যমিক স্তরে ২ কোটি ৫১ লাখ বই ছাপানোর জন্য দিনে-রাতে কাজ করলেও উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার ৩০০টি মেশিন প্রয়োজন। জানা গেছে, এই প্রতিষ্ঠানটির এতোগুলো মেশিন নেই। আগের বছরগুলোতে এ বিশাল কর্মযজ্ঞে ২০০টি প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকতো। এবার মাত্র একটি প্রতিষ্ঠান। জানা গেছে বোর্ড চেয়ারম্যান নাকি প্রতিষ্ঠানটি ঠিক সময়ে বই বের করতে ব্যর্থ হলে বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে এ আশঙ্কা ব্যক্ত করে উচ্চ পর্যায়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো জবাব পাননি। এবং শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বই ছাপবার দায়িত্ব কে বা কারা পাবে সে দায়িত্ব একান্তভাবেই টেক্সট বুক বোর্ডের উপরে বর্তায়। এহেন আমলাতান্ত্রিকতার ফল এখন ভোগ করতে হচ্ছে।

যুগ যুগ ধরে নিয়ম-কানুন মেনে চলে যেসব প্রতিষ্ঠান টেক্সট বুক বোর্ডের বই ছাপতো, বিক্রি করতো তারা বুঝতে পারছেন না কোন অযোগ্যতা অথবা অপরাধে তাদের বাদ দেওয়া হলো। পত্রিকা আরো বলছে, যেসব বই বাজারে এসেছে, সেগুলোতে প্রচুর ভুল এবং ভ্রান্তি রয়েছে। যেমন অঙ্কের বইয়ে বেগম রোকেয়া, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রবন্ধ ঢুকে গেছে। অনেক অভিভাবক নতুন বই দেখার পর পুরোনো বই কিনছেন। তাদের অভিমত হলো নতুন বইর নামে প্রতারণা হয়েছে। অনেক বইয়ে দু একটি পরিবর্তন এনেই নতুন বই বলে চালানো হয়েছে এবং আগের চেয়ে দাম অনেক বাড়ানো হয়েছে। এ রকম প্রচুর রিপোর্ট পত্রিকাগুলো ছাপছে। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, 'বই খেলাপি'র শিরোপা জয়ে উন্মুখ প্রতিষ্ঠানটি এসব অভিযোগে আদৌ উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে না। বরং তারা বলছে এ সব খবরই অসত্য, মনগড়া ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অবশ্য তাদের শংকিত হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। টেক্সট বুক বোর্ডের মিটিংয়ে উপস্থিত সভ্যদের কারো কারো প্রবল বিরোধিতায় 'বই খেলাপি'দের জন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। চুক্তি বরখেলাপের অভিযোগে টেন্ডারও বাতিল হয়নি। আরেকটি বিষয়, সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে এতো বড়ো টেন্ডার দেওয়ার অপরাধে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কোনো শাস্তি হবে কিনা এ বিষয়ক কোনো তথ্য এখনো কেউ জানে না।

লেখাটা শেষ করা হচ্ছে একটি শঙ্কা নিয়ে। সপ্তাহ দুয়েক আগে পত্রিকান্তরে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে পাঠ্য পুস্তক সংক্রান্ত অব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে, তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে। ধরে নেওয়া যায় সব খবর যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জানানো হবে। তারপর? পাওনা চাইলে খেলাপি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার খেপে যান। হুমকি-ধামকি দেন। এবার কি হবে?

শান্তনু মজুমদার : প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।